প্রঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর একটি সমালোচনামুলক টীকা লেখ।10marks

প্রঃ আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মুখ্য প্রবক্তাদের নাম লেখ।২

প্রঃ আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর।৪/৫

প্রঃ আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মুখ্য সমালোচনাগুলি উল্লেখ কর।৪/৫

প্রঃ সাবেকি ও আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্যগুলি উল্লেখ কর।৫/১০

উঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির চূড়ান্ত রূপ লক্ষ্য করা যায় বিশ শতকে উদ্ভূত আচরণবাদী বিপ্লবের মধ্যে।আচরণবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা থেকে মূল্যবোধ, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিতের প্রশ্নগুলিকে বর্জন করে এবং তার পরিবর্তে জোর দেয় অভিজ্ঞতা জনিত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের ওপর। এর মূল লক্ষ্য হলো গবেষণামূলক সমীক্ষার মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা ও তা বিশ্লেষণ করে অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব গড়ে তোলা। এই ধরনের তত্ত্ব বর্তমানকে বিশ্লেষণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান করতে পারে বলে আচরণবাদের বিশ্বাস। এই ধারাটির মুখ্য প্রবক্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ ছিলেন যাদের মধ্যে প্রমূখ হলেন চার্লস মেরিয়াম, হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল, ডেভিড ইস্টন, গ্যাব্রিয়েল আলমন্ড প্রমূখ। এঁরা রাজনীতি চর্চার নীতিবাদী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে ব্যক্তি তথা গোষ্ঠীর পর্যবেক্ষণীয় রাজনৈতিক আচরণের বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যে দৃষ্টিভঙ্গির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন সেটি হল অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা পরীক্ষামূলক, পর্যবেক্ষণমূলক এবং পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। উনিশ শতকে রাষ্ট্রচিন্তার জগতে দৃষ্টবাদ বিকাশ লাভ করে যা অনেকখানি অভিজ্ঞতাবাদের প্রভাবের ফলপ্রসূ। দৃষ্টবাদের জনক অগাস্ট কোঁৎ (১৭৯৮-১৮৫৭) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের অভিজ্ঞতাই হলো একমাত্র সত্য বা বাস্তব। অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানা যায় বাস্তব জগৎকে। কোনো একটি বক্তব্যের সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য প্রয়োজন সুসংবদ্ধ অভিজ্ঞতাজাত পর্যবেক্ষণ।

আচরণবাদ প্রধানত সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে গড়ে উঠেছিল এবং এই প্রতিবাদ কালক্রমে একটা বৌদ্ধিক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। আচরণবাদের উদ্ভবের সঙ্গে দুজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর নাম বিশেষভাবে জড়িত। তাঁরা হলেন, আর্থার বেন্টলি এবং  গ্রাহাম ওয়ালাস। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত আর্থার বেন্টলির The Process of Government এবং গ্রাহাম ওয়ালাসের Human Nature in Politics নামক গ্রন্থ দুটিতে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত দেখা যায়। ১৯৫০-৬০ সালের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবহার সম্পর্কিত কমিটি এবং তুলনামূলক রাজনীতি সংক্রান্ত কমিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে আচরণবাদী পদ্ধতির প্রয়োগ আন্দোলন বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করে।

আচরণবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আর্নল্ড ব্রেখট আচরণবাদকে, রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে একটি অভিজ্ঞতাবাদী এবং চিরস্থায়ী তত্ত্ব গড়ে তোলার প্রচেষ্টা বলে মন্তব্য করেছেন।ডেভিড ট্রুম্যানের সংজ্ঞা অনুযায়ী আচরণবাদ বলতে বোঝায় অনুমান সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি, সাক্ষ্য ও প্রমাণের কঠোর শৃংখলাবদ্ধ বিন্যাস, অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ এবং সংখ্যায়ন।

আচরণবাদের বৈশিষ্ট্য -

প্রথমত, আচরণবাদ ঘটনা, কাঠামো, প্রতিষ্ঠান বা মতাদর্শের পরিবর্তে ব্যক্তি ও সামাজিক গোষ্ঠীর আচরণের তাত্ত্বিক ও বস্তুগত বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব দেয়।

দ্বিতীয়তঃ আচরণবাদীরা রাজনৈতিক বলে বর্ণনা করা যায় এমন আচরণকে চিহ্নিত করেন।যেকোনো রাজনৈতিক আচরণের পিছনেই কি ধরনের শক্তি, চিন্তাধারা এবং বিষয়গত অবস্থা সক্রিয় থাকে, রাজনৈতিক অভিনেতারা কি ধরনের আচরণ করেন, আচরণবাদীরা এইসব প্রশ্নের বিচার বিশ্লেষণ করেন।

তৃতীয়তঃ মানুষের রাজনৈতিক আচরণকে গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বিবেচনা করেন। তাঁদের মতে, মানুষই হল সব কিছুর মূল তাই মানুষের আচার-আচরণকে বাদ দিয়ে মানুষের দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার বিশ্লেষণ অর্থবহ হতে পারে না।

চতুর্থতঃ আচরণবাদ সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিশ্বাসী এবং তাঁরা তাঁদের তাত্ত্বিক কাঠামো সেইভাবে গঠন করেন।

পঞ্চমতঃ আচরণবাদ তত্ত্ব ও গবেষণার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। তত্ত্বকে বাস্তবধর্মী গবেষণার দ্বারা যাচাই করতে হবে এবং সেই গবেষণালব্ধ তথ্য আবার রাজনৈতিক তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করবে, তাঁরা এই মত পোষণ করে।তাঁরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কলাকৌশল রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রয়োগ করতে চান।

ষষ্ঠতঃ আচরণবাদীরা রাজনৈতিক আলোচনা থেকে মূল্যবোধের ধারণাকে পরিহার করতে চান এবং আলোচনাকে মূল্য নিরপেক্ষ করে তুলতে চান।

সপ্তমতঃ তথ্য সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিন্যাস প্রভৃতি কাজে আচরণবাদীরা তথ্যের পরিমাপ ও পরিসংখ্যানের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

সমালোচনা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্রে আচরণবাদের আবির্ভাবকে অনেকে তাত্ত্বিক বিপ্লব বললেও, এই দৃষ্টিভঙ্গি নানা দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে।

প্রথম্‌তঃ আচরণবাদীরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে প্রয়োগ করতে গিয়ে সামাজিক বাস্তবতাকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই এঁদের আলোচনাকে সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানসম্মত বলা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ সংখ্যায়ন ও পরিমাপের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। মানুষের আচরণের সঙ্গে অনুভূতি ও বিশ্বাস জড়িয়ে থাকে যাকে পরিমাপ ও পরিসংখ্যানের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না।

তৃতীয়তঃ আচরণবাদীরা রাজনৈতিক আলোচনায় মূল্যবোধের প্রশ্নটিকে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করেছেন, কিন্তু লিও স্ট্রস- এর মতে মূল্যবোধ ছাড়া সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনার আলোচনা সম্ভব নয়।

চতুর্থতঃ আচরণবাদীরা মূল্য-নিরপেক্ষ আলোচনার কথা মুখে বললেও কার্যত উদারকনৈতিক দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন।

পঞ্চমতঃ আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বতন্ত্রতা ক্ষুণ্ন করেছেন বলে অনেকেই মনে করেন।

এই ত্রুটির জন্যই ১৯৫০ এবং ৬০-এর দশকে আচরণবাদীরা যে পরিমাণে সাড়া ফেলেছিল পরবর্তীকালে তা ধরে রাখতে পারেনি।১৯৭০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আচরণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয় যা সাধারণভাবে আচরণবাদোত্তর বিপ্লব নামে পরিচিত। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তারা সামাজিক দিক থেকে প্রাসঙ্গিক ও অর্থপুর্ণ গবেষণার ওপর বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে আগ্রহী হন।